যুগান্তর

তারিখ 2 JUL 2013
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৪

আনন্দ উল্লাসে উদ্বেল নবীন-প্রবীণ

উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত ঢাবির ৯২তম জন্মদিন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২তম জন্মদিন। সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। উড়ানো হয় রঙ-বেরঙের বেলুন ও শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা। কাটা হয় জন্মদিনের কেক। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বের করা হয় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি। যাতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিবিড়। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাস থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথক করা যায় না। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের সব আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতীতের ন্যায়

পালিত : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

পালিত : উৎসবমুখর পরিবেশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভবিষ্যতেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের সব ক্ষেত্রে অবদান রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন— বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতিকে যা দিয়েছে, বিশ্বের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তা দিতে পারেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশা পূরণে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। তিনি অধ্যাপক ড. আত্রাময় আরেফিন সিদ্দিক র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অভ্যাগত অতিথি, ছাত্রছাত্রী, বিএনসিসি, স্কাউটস ও রোভারস ইউনিটের সদস্যরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সকাল ১০টায় টিএসসি মিলনায়তনে উদ্বোধনী নৃত্যের পরে আলোচনা পর্বের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অজয় রায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ড. আত্রাময় আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক তরিন উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঈস উদ্দীন আহমেদ, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলী আকবর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের সদস্য সচিবুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. অজয় রায় বলেন, ১৯২১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মুক্তবুদ্ধি চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। শুধু মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বুদ্ধি মুক্তির আন্দোলনে নয়, দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য অবদান রেখেছে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৩ দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্পাসকে সাজানো হয় মনোরম সাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও হল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের করিডোর বেলুন ফেস্টুন আর আল্পনার ছোঁয়ায় বর্ণিল রূপ ধারণ করে। নবীন-প্রবীণ শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, কেক কাটা, গবেষণা ও আবিষ্কার বিষয়ক প্রদর্শনী, বিতর্ক, কুইজ, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল বায়োমেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে ও দিনব্যাপী গবেষণা ও আবিষ্কার বিষয়ক প্রদর্শনী; বিজনেস ইনিশিয়েটিভস অনুষদের উদ্যোগে ও ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনুষদ চত্বরে 'মুক্তমনের আনন্দ' শীর্ষক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ডিইউডিএস-এর আয়োজনে প্রীতি বিতর্ক; ছ ছ বিভাগ ও অনুষদে বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান; বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রীতি ফুটবল এবং প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ।

টিএসসি মিলনায়তনে সঙ্গীত বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যকলা বিভাগের উদ্যোগে যাত্রাপালা, বাঁধনের উদ্যোগে ছেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী; চারুকলা অনুষদে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা; জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন চত্বরে আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও বিশিষ্ট শিল্পীদের অংশগ্রহণে সঙ্গীতানুষ্ঠান।